খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ৭ই আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসুজদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

মানুষের প্রকৃতিতে আমরা এই বৈশিষ্ট্য রেখেছি যে, সে কারও না কারও হয়ে জীবন কাটাতে চায়। এছাড়া সে স্বস্তি পায় না। আর কারও হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে উত্তম উপায় যার ফলে ইহ এবং পরকাল উভয়টি সুনিশ্চিত হতে পারে তা হলো, মানুষকে খোদার হয়ে যাওয়া এবং খোদাকে পাওয়ার চেষ্টা করা।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী যখন পড়ি এবং শুনি তা থেকে তাঁদের নেক প্রকৃতি আর সত্যকে চেনা এবং গ্রহণের জন্য তাঁদের উৎকণ্ঠা, নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা ও প্রচেষ্টা আর নিজ নিজ আগ্রহ, রুচি আর পছন্দ অনুসারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁদের প্রেম এবং ভালোবাসার উন্নত মান এবং উন্নত বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ে। সত্যিকার অর্থে এসব আখারীনরাই পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিজ নিজ পদ্ধতি এবং ভঙ্গিতে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। সবার নিজস্ব রং এবং রীতি ছিল। যারা তাঁদের নিকটাত্মীয় ছিল তারা সাহাবাদের প্রতিটি রীতি ও ভঙ্গি এবং তাদের রীতি-নীতি থেকে নিজস্ব যোগ্যতা এবং সামর্থ অনুসারে শিক্ষা নিয়েছেন বা তাদের কোন কোন আচার-আচরণের কোন ফলাফল বা উপসংহার টেনেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেও সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। প্রায় সব সাহাবীদের পক্ষ থেকে বা যাদের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন তাদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। সাহাবাদের বরাতে কথা বলে তিনি যখন কোন ফলাফল বের করেন এবং নসীহত করেন সেই সব নসীহতে হৃদয়ে এক গভীর প্রভাবও পড়ে। অনেক সময় আমরা কোন ঘটনার একটি দিক নিয়ে থাকি কিন্তু যখন ভাবা হয় তখন এর বিভিন্ন দিক সামনে আসে। একই ঘটনা বিভিন্ন ভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নসীহত হিসেবে কাজ দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৌলভী বুরহান উদ্দীন জেহ্লামী সাহেবের ঘটনাকে নিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। এটি ছিল তাঁর বয়আত সংক্রান্ত ঘটনা। মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যখন প্রথমবার সাক্ষাৎ করেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, তাও একটি মজার বিষয় ছিল। তিনি বলেন, আমি কাদিয়ান আসি, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন গুরুদাসপুরে তাই এরপর আমি সেখানে যাই। যে ঘরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবস্থান করছিলেন তার একদিকে ছিল বাগান। তাঁর বর্ণনা অনুসারে হামিদ আলী মরহুম দরজায় বসেছিলেন। মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব বলেন, হামিদ আলী সাহেব আমাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেন নি কিন্তু আমি সঙ্গোপনে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাই। আর যখন সঙ্গোপনে দরজা খুললাম এবং ভিতরে তাকালাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পায়চারি করছিলেন আর খুব দ্রুত দীর্ঘ পদচারণা করছিলেন। এই ঘটনা পূর্বেও কয়েকবার শোনানো হয়েছে। হযরত মৌলভী সাহবে বলেন যে, আমি খুব দ্রুত মুখ পিছনে ফিরিয়ে নিই আর আমি নিশ্চিন্ত হই যে, ইনি সত্যবাদী। যে দ্রুত তিনি পায়চারি করছেন তাঁকে অবশ্যই সুদূর কোন গন্তব্যে পৌঁছতে হবে এ কারণেই দ্রুত হাঁটছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মৌলভী বুরহান উদ্দীন জেহলামী সাহেব ছিলেন ওহাবী। ওহাবী হয়েও মৌলভী সাহেবের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা বড় বিস্ময়কর বিষয় ছিল। নতুবা সচরাচর এরা রুক্ষ এবং শুষ্ক আর কঠোর প্রকৃতির কট্টরপন্থী মানুষ হয়ে থাকে।

এখন দেখুন, আল্লাহ্ তা'লার মৌলভী সাহেবকে সত্য দেখানোর ছিল। কোন কুরআনী যুক্তি দাবি করার কথাও তাঁর মনে পড়েনি আর হাদীসের কোন প্রমাণ দাবি করার কথাও তিনি চিন্তা করেন নি বা অন্য কোন প্রমাণ দাবি করার কথাও তার মাথায় আসে নি।

যাহোক হযরত মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেবের নেক ফিতরত এবং নেক প্রকৃতির কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্রুত পায়চারি করাকেই তিনি সত্যের প্রমাণ হিসেবে নিয়েছেন। খোদার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল যা মৌলভী সাহেবের ওপর পড়েছে। নতুবা পক্ষান্তরে এমন মানুষও আছে যারা প্রমাণ পেয়ে এবং নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না। অবশ্য এ কথা বলাও সঠিক নয় যে, সব ওহাবী কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। আফ্রিকায় সহস্র সহস্র ওহাবী এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁর বয়আত করেছেন। ওহী এবং ইলহামের যে সব সময় প্রয়োজন রয়েছে সেই উপলব্ধিও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আর তারা এটিও জানতে পেরেছেন যে, ওলী এবং নবীরা এক বারিধারার মত যাদের আগমনে পৃথিবী সতেজতায় ভরে যায়। তাই আধ্যাত্মিক সতেজতার জন্য ইলহাম অব্যাহত থাকাও আবশ্যক।

এরপর তিনি (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। যা হযরত শেঠ আব্দুর রহমান মাদ্রাসী সাহেবের নিষ্ঠা এবং ত্যাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাস নিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তার মাঝে সুগভীর আন্তরিকতা ছিল এবং দিবারাত্র তবলীগে রত থাকতেন। তার (রা.) জীবনের একটি ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বড় বেদনার্তভাবে শোনাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই ঘটনা যখন আমার মনে পড়ে তখন তার জন্য হৃদয়ে দোয়ার প্রেরণা পাই। প্রথম দিকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি তখন ধর্মের জন্য অনেক আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতেন। তিনি প্রতি মাসে তিনশত, চারশত এমনকি পাঁচশত রুপিয়া পর্যন্ত চাঁদা পাঠাতেন। খোদার লীলা এমন যে, তিনি কিছু ভুল সিদ্ধান্ত করেন অর্থাৎ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্তের সময় তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কারণে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। তার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয়েছে যে,

قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنا دے   بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے

(সর্বশক্তিমান সেই সত্তা যিনি অবিন্যস্ত কাজকে বিন্যস্ত করতে পারেন। আবার সুবিন্যস্ত কাজকেও তিনি অবিন্যস্ত করে দিতে পারেন, কেউ তাঁর রহস্য জানতে পারে না)

এই ইলহাম হওয়ার পর প্রথম পঙক্তির দিকেই দৃষ্টি যায় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সেই সত্তা যিনি অবিন্যস্ত কাজকে বিন্যস্ত করে দিতে পারেন- এর অর্থ এটি মনে করা হয়েছে যে, এখন শেঠ সাহেবের কাজ গুছিয়ে যাবে বা তার ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠবে। আর দ্বিতীয় পঙক্তি অর্থাৎ সাজানো গোছানো কাজকেও তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, কেউ তাঁর রহস্য জানতে পারে না- সেই দিকে কারও দৃষ্টি যায়নি অর্থাৎ প্রথমে কাজ বা ব্যবসা লাভজনক হবে এবং এরপর তা আবার ধ্বসে পড়বে। বরং সেটিকে সাধারণ অর্থে নেওয়া হয়েছে। শেঠ সাহেবের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর দু'তিন বছরে অবস্থা কিছুটা ভাল হয়ে যায়। এই ইলহাম হওয়ার পর ব্যবসা পুনরায় দাঁড়িয়ে যায়। অবস্থা ভাল হয়ে যায় কিন্তু এরপর পুনরায় ব্যবসা অধঃপতিত হতে থাকে আর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, অনেক সময় তার কাছে পানাহারের জন্যও কিছু থাকতো না। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুগভীর ভালোবাসার সাথে তার উল্লেখ করে বলেন, শেঠ আব্দুর রহমান হাজী আল্লারাখ্‌খা সাহেবের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা অত্যন্ত মহান। কোন উপলক্ষে তিনি পাঁচশত রুপিয়া পাঠিয়েছিলেন আর তা দেখেই তখন তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কোন বন্ধু তার সমস্যা দেখে তাকে দুই তিন হাজার রুপিয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, কোন ব্যবসা আরম্ভ করুন বা থালা বাসনের কোন দোকান খুলুন। সেখান থেকে পাঁচশত রুপিয়া তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন যে, দীর্ঘদিন থেকে আমি কোন চাঁদা পাঠাতে পারিনি। এখন আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করেনি যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আমাকে কিছু অংক পাঠিয়েছেন তখন তা থেকে আমি ধর্মের জন্য কিছু দিব না। এক কথায় ধর্ম সেবার ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অনেক উন্নত মানের ছিল।

এরপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন যে, কিভাবে তাঁর দাবির পর অর্থাৎ তিনি যে দাবি করেছেন যে, তিনি মসীহ্ মওউদ আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নবী এবং রসূলও আর রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বেই এই মর্যাদা পেয়েছেন, কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

আর আজ পর্যন্ত আমরা এই দৃশ্যই দেখি। এই বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সব ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কারণে খ্রীষ্টান, হিন্দু সকলেই তাঁর বিরোধী সারিতে অবস্থান নেয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লাঞ্ছিত করার সর্ব প্রকার হীন চেষ্টা করে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এমনকি অনবরত তিন মাস সরকারী ছুটি ছাড়া প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা তাঁকে আদালতে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। একদিন ম্যাজিস্ট্রেট শত্রুতা বশতঃ তাঁকে (আ.) পানি পর্যন্ত পান করার অনুমতি দেয়নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা আজ এসব কথা ভুলে গেছি। কিন্তু সে যুগের নিষ্ঠাবানদের জন্য এটি অনেক বড় একটি পরীক্ষা ছিল কেননা একদিকে তারা খোদার এই প্রতিশ্রুতির কথা শুনতেন যে, বাদশাহ্ তোমার পোষাকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে আর তোমার অমান্যকারীরা পৃথিবীতে ইতর জাতির মতোই অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু অপর দিকে তারা দেখতেন যে, চার পাঁচশ রুপিয়া বেতন পায় এমন এক তুচ্ছ হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখে আর পানি পর্যন্ত পান করার অনুমতি দেয় না। এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার মাথা ঘুরে যেত, মাথা এবং পা অবসন্ন হয়ে যেত। দুর্বল ঈমানের মানুষ হয়তো আশ্চর্য হয় যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে খোদার এত অজস্র ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতি রয়েছে। অতএব এরূপ পরীক্ষাও ছিল। অনেকের দৃষ্টিতে এটি কত বড় দুর্বলতা বা সহায়হীনতা। অনেকে মনে করেন তাদের ঈমানের দাবি হলো এমন বিরোধীদের হত্যা করা বা মেরে ফেলা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই দৃশ্য আমার এখনও মনে আছে যেদিন এক মামলার শুনানীর দিন ছিল। আমাদের জামাতের এক বন্ধু ছিলেন যাকে প্রফেসর বলা হত। তিনি যখন আহমদী ছিলেন না তখন ব্যাপক পরিসরে তাস ইত্যাদি খেলতেন অর্থাৎ জুয়া খেলতেন। ভালো বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন আর এভাবে তাস খেলে মাসিক চার পাঁচশ রুপিয়া উপার্জন করতেন কিন্তু আহমদী হওয়ার পর এই কাজ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আহমদীদের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় নসিহত। পূর্বে জুয়ার অভ্যাস থাকলেও আহমদীয়াত গ্রহণের পর এটি ছেড়ে দিয়েছেন আর সামান্য এক দোকান খুলেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল আর এই কারণে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দারিদ্রের অবস্থা সহ্য করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তার আন্তরিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি লাহোরে গিয়ে একটি দোকান খোলেন। যেই গ্রাহক আসত তাদেরকে তবলীগ করতে গিয়ে ঝগড়া আরম্ভ করে দিতেন। গ্রাহক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তিনি ঝগড়া শুরু করে দিতেন। খাজা সাহেব অর্থাৎ খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এই অভিযোগ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভালোবাসার সাথে তাকে বলেন যে, প্রফেসর সাহেব! আমাদের জন্য নির্দেশ হলো নমনীয় হও, কোমল ব্যবহার কর। এটিই আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবিরত তাকে বুঝিয়ে চলেছেন আর একই সাথে প্রফেসর সাহেবের চেহারা রক্তিম হয়ে চলেছে। ভদ্রতা বশতঃ মাঝে তিনি কোন কথা বলেননি কিন্তু সবকিছু শুনে তিনি বলেন যে, এই নসীহত মানা আমার জন্য সম্ভব নয়। এরপর বলেন, আপনার পীর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কেউ যদি একটি অক্ষর বলে আপনি মুবাহেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, বড় বড় বই লিখে ফেলেন আর আমাদেরকে বলেন যে, কেউ আমাদের পীরকে গালি দিলে আমরা চুপ থাকবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যত এটি অভদ্রতা ছিল কিন্তু এর মাধ্যমে তার ভালোবাসার কথা অবশ্যই আঁচ করা যায় বা ধারণা করা যায়। যাহোক যেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দেওয়ার কথা বা রায় দেওয়ার যখন সময় আসে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই শাস্তি দিবে আর কারাদন্ড দেওয়াও অসম্ভব নয়। এদিকে জামাতের নিষ্ঠাবান আহমদীদের হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্যও এই ধারণা আসতে পারতো না যে, তাঁকে (আ.) গ্রেফতার করা হবে। সেদিন আদালতের পক্ষ থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। পাহারা অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিও ছিল ব্যাপক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আদালত কক্ষের ভিতরে যান তখন বন্ধুরা প্রফেসর সাহেবকে বাহিরে বাধা দেয় কেননা তিনি খুব রাগি মানুষ ছিলেন। প্রফেসর সাহেব একটি বড় পাথর একটি গাছের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক উন্মাদের মতো চিৎকার করে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই বৃক্ষের দিকে ছুটে যান এবং সেখান থেকে পাথর উঠিয়ে দ্রুততার সাথে আদালতের দিকে ছুটতে থাকেন। জামাতের বন্ধুরা যদি পথে তাকে বাধা না দিতেন তাহলে তিনি

ম্যাজিস্ট্রেটের মাথা ফাঁটিয়ে দিতেন। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই শাস্তি দিবে আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন মানুষের প্রতিক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে। যারা দুর্বল ঈমানের মানুষ তারা মুরতাদ হয়ে যায়। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অবস্থা এমনই ছিল। আর যারা নিষ্ঠাবান তাদের ঈমান আরও দৃঢ় হয় কিন্তু যারা প্রফেসর সাহেবের মতো অনেক বেশী আবেগ প্রবণ, রাগী এবং ভিন্ন চিন্তা ধারার অধিকারী তারা প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং তরবীয়ত যা আমাদের জন্য অনুকরনীয় আদর্শ, আমাদের কর্মপন্থা, যা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত তা হলো, আমাদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য এবং দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করতে হবে। আজও এমন ঘটনা ঘটে। চূড়ান্ত পরিণতিতে তাই হবে যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আর ধৈর্য এবং দোয়ার ভিত্তিতে যারা কার্য সাধন করে তারা ইনশাআল্লাহ্ এমনটি হতে দেখবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যার সেহরীর সময় সম্পর্কে নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে কিভাবে পথের দিশা দিয়েছেন দেখুন। এটিও বড় বিষ্ময়কর এক ঘটনা। তিনি (রা.) বলেন, আমাদের জামাতে এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে মানুষ ফিলোসফার বা দার্শনিক বলতো। তিনি এখন প্রয়াত। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন। তিনি (রা.) বলেন, কথায় কথায় তার মাথায় চুটকি আসতো যার কতক বড় উন্নত মানেরও হতো। তাকে দার্শনিক বা ফিলোসফার বলার কারণ হলো, সব কথায় তিনি একটি নতুন ব্যাখ্যা করতেন। একবার রোযার আলোচনা হচ্ছিল। সেই ব্যক্তি বলেন যে, মৌলভী বা ফিকাহ্‌বিদদের এটি অনেক বাড়াবাড়ি যে, সেহরী যদি দেরীতে খাও তাহলে রোযা হয় না। যে ব্যক্তি বার ঘন্টা অনাহারে কাটায় সে যদি পাঁচ মিনিট পরে সেহরী খায় তাহলে অসুবিধা কী? মৌলভীরা ঝটপট ফতোয়া দিয়ে বসে যে, তার রোযা ভেঙ্গে গেছে। এটি নিয়ে তিনি খুব বিতর্ক করেন। পরদিন সকালে কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত তিনি খলীফা আউয়াল (রা.)-এর কাছ আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যুগেরই কথা এটি কিন্তু যেহেতু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-ই দরস ইত্যাদি দিতেন তাই তাঁর বৈঠকেও অনেক মানুষ এসে যেত। সেই ব্যক্তি এসেই বলে যে, আজ রাতে আমি অনেক বকাঝকা শুনেছি। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? সেই ব্যক্তি বলেন, রাতে আমি তর্ক করেছিলাম যে, মৌলভীরা বাড়াবাড়ি করছে যে, রোযাদার কিছুটা দেরীতে সেহরী খেলে রোযা হয়না। আমি বলেছিলাম যে ব্যক্তি বার বা চৌদ্দ ঘন্টা অনাহারে কাটায় সে যদি পাঁচ মিনিট দেরীতে সেহরী খায় তাহলে অসুবিধা কী? এই বিতর্কের পর আমি শুয়ে পড়ি। এরপর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমরা তাঁত বুনছিলাম। ফিলোসফার বা দার্শনিক সাহেব তাঁতী ছিলেন। তাই স্বপ্নেও তিনি দেখেন যে, তারা কাপড় বানানোর জন্য সুতা বাধেন বা সুতা লাগান। তিনি বলেন, আমি উভয় দিকে খুঁটি গেঁড়েছি। আর সুতা প্রথমে এক খুঁটির সাথে বেঁধে দ্বিতীয় খুঁটির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। যখন দ্বিতীয় খুঁটির কাছে পৌঁছলাম তখন খুঁটির দুই আঙ্গুল পূর্বেই সুতা শেষ হয়ে যায়। আমি সেটিকে খুঁটির সাথে বাঁধার জন্য বারবার টানছিলাম কিন্তু সফল হইনি। আমি ভাবলাম যে, আমার সকল সুতা মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি হৈচৈ আরম্ভ করি যে, আমার সাহায্যের জন্য আস, দুই আঙ্গুলের জন্য আমার সুতা নষ্ট হচ্ছে এবং এই হট্টগোলের মাঝেই আমার চোখ খুলে যায়। আর জাগ্রত হওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিষয়টি বুঝিয়েছেন যে, দুই আঙ্গুল সমান খালি জায়গার কারণে যদি সুতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রোযার পাঁচ মিনিটের যে কথা বলছো সেই পাঁচ মিনিট দেরীতে যদি খাবার খাও তাহলে রোযা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রায়শঃ পাঞ্জাবীতে এক সূফীর কথা বর্ণনা করতেন যে, হয় তুমি কোন আঁচল আঁকড়ে ধর বা কারো আঁচল যেন তোমাকে নিজের মাঝে আবদ্ধ করে নেয়। খোদা তা'লাকে পাওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই উদাহারণ দিচ্ছেন যে, অর্থাৎ এই পৃথিবীর জীবন বা ইহজীবন এমন যে, এতে এছাড়া কোন পথ নেই যে, হয় তুমি কারো হয়ে যাও বা কেউ তোমার হয়ে যাক। আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের দিকেই ইশারা করতে গিয়ে বলেন, **"خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ"** অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিতে আমরা এই বৈশিষ্ট্য রেখেছি যে, সে কারও না কারও হয়ে জীবন কাটাতে চায়। এছাড়া সে স্বস্তি পায় না। আর কারও হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে উত্তম

উপায় যার ফলে ইহ এবং পরকাল উভয়টি সুনিশ্চিত হতে পারে তা হলো, মানুষের খোদার হয়ে যাওয়া এবং খোদাকে পাওয়ার চেষ্টা করা। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ভালোবাসার মান এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যদিও দৃষ্টান্তটি এক পাগলের আর এমন এক পাগল ব্যক্তির, যে ইহধাম ত্যাগ করেছে এবং যিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন। যাহোক এর মাধ্যমে প্রেমের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। আমার এক শিক্ষক ছিলেন যিনি স্কুলে পড়াতেন। পরবর্তীতে তিনি নবুয়্যতের দাবীকারকও হয়ে বসেন। তার নাম ছিল মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার এমন ভালোবাসা ছিল যে, এ কারণেই তিনি উন্মাদ বা পাগল হয়ে যান। হয়তো পূর্বেও তার মাথায় কোন ত্রুটি ছিল কিন্তু আমরা এটিই দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালোবাসায় বাড়তে বাড়তে তিনি পাগল হয়ে যান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের প্রতি আরোপ করা আরম্ভ করেন। এরপর তার উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্নিকটবর্তী হওয়ার বাসনায় অনেক সময় এমন কাজ করে বসতেন যা অবৈধ এবং অসঙ্গত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি নামাজেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র দেহে হাত বুলানোর চেষ্টা করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এই অবস্থা দেখে কিছু মানুষ নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যেন যেই দিনগুলিতে তার ওপর উন্মাদনার হামলা হয় তখন তারা যেন দৃষ্টি রাখে যে, কোথাও সে যেন এসে তাঁর (আ.) পেছনে না বসে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর হাত তাঁর রানের দিকে এমনভাবে নিয়ে আসতেন যেভাবে কোন ব্যক্তি তার রানের উপর হাল্কাভাবে হাত মারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এভাবে হাত মারতেন তখন মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ সাহেব ভালোবাসার আতিশয্যে তাৎক্ষণিকভাবে লাফ দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পৌঁছে যেতেন। আর কেউ যখন জিজ্ঞেস করতেন যে, মৌলভি সাহেব! আপনি এটি কি করলেন তখন তিনি বলতেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ইশারায় ডেকেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, এটি উন্মাদনা এবং ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ যে, তার দিকে কারও দৃষ্টি না পড়লেও বা কেউ যদি তার দিকে দৃষ্টি নাও দেয় তাহলেও প্রেমাস্পদের অজান্তে হাতের নড়াচড়া তাকে তাঁর দিকে ডাকার অর্থ করে। আর আমরা খোদা তা'লাকে ভালোবাসার দাবি করি কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও যে, তোমরা নামাযের দিকে আস আর সফলতার দিকে ছুটে আস আমরা নামাযের দিকে ছুটে যাই না আর জুমুআয় রীতিমত যাওয়ার বা উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা নিই না।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এ দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট ডাকে সাড়া দিয়ে সেই প্রেমিকের মত ছুটে এগিয়ে আসা উচিত এবং মসজিদ আবাদের চেষ্ট করা উচিত। আজকাল ছুটি রয়েছে। অনেক ছেলেমেয়েরাও নিজ পিতা-মাতাকে নিয়ে আসে কিন্তু এরপর পুনরায় ধীরে ধীরে উপস্থিতি কমে যেতে থাকে তাই আমি স্মরণ করাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের নামাযের হিফাযত করার এবং যথাযথভাবে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (7th August 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

....

....

From : Ahmadivva Muslim Mission. Uttar hajipur. Diamond Harbour. 743331. 24Parganas (s). W.B